গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
www.dgfood.gov.bd

জুন/২০১৯ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ	ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
সভার তারিখ ও সময়ঃ	১৭ জুন, ২০১৯; বেলা ১০:৩০ টা.
সভার স্থানঃ	খাদ্য অধিদপ্তরের সভাকক্ষ।
সভার উপস্থিতিঃ	পরিশিষ্ট 'ক' (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে)

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। মে, ২০১৯ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন না থাকায় এটি দৃঢ়করণ করা হয়। অতঃপর আলোচ্য সূচিসমূহ উপ-পরিচালক (সংস্থাপন) সভায় পর্যায়ক্রমে তুলে ধরলে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
১।	পরিদর্শন	ক) সভার শুরুতে পরিদর্শন প্রতিবেদনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বরিশাল জেলার শিকারপুর এলএসডিতে খরচ দেখানো চাল; বাস্তবে বিতরণ করা হয়নি। বিষয়টি আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরিশাল এর নিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, স্থানীয় চেয়ারম্যান যথাসময়ে চাল নেননি। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের প্রভাবের কারণে এরূপ জটিলতা সংঘটিত হচ্ছে মর্মে অন্যান্য আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণও মত প্রকাশ করেন।	ক) i) খাদ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক বিলিকৃত চাল বাস্তবে বিতরণের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরিশাল
			ii) ডিওর বিপরীতে বিলিকৃত চাল কোনভাবেই গোডাউনে রাখা যাবে না। সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক আগামী সভায় বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।	
		এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয় যে, খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের ০৫/১০/২০১৭ তারিখের ১৮৩৫ নং স্মারকে ডিও প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে পরিবহণ খানে বোঝাইপূর্বক ডেলিভারী প্রদান নিশ্চিত করার ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	iii) বিনির্দেশ বহির্ভূতভাবে চাল সংগ্রহের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করে আগামী সভায় জানাতে হবে।	
		খ) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রামের মে/১৯ মাসে পরিদর্শকৃত কাপ্তাই এলএসডি'তে চালে জীবন্ত পোকা; আশুগঞ্জ এলএসডি'তে চালে ভাঙ্গা দানা; কংশনগর এলএসডি'তে চালে বিবর্ণ দানা; পটিয়া এলএসডি'তে ভাঙ্গা দানা, খড়িময় দানা; চাঁনপুরঘাট এলএসডি'তে চালে ভাঙ্গা দানা এবং আনোয়ারা এলএসডি'র চালে ভাঙ্গা দানা দেখেছেন। বিনির্দেশ বহির্ভূতভাবে চাল সংগ্রহের সাথে জড়িত দায়ীদের চিহ্নিত করে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণসহ আগামী সমন্বয় সভায় অবহিত করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	খ) বিনির্দেশ বহির্ভূতভাবে চাল সংগ্রহের সাথে জড়িত/দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে আগামী সমন্বয় সভাকে অবহিত করতে হবে।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম
		গ) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরিশাল এর পরিদর্শনকৃত রাজাপুর এলএসডিতে দুর্গন্ধযুক্ত চালের বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে সভায় আলোচনা করা হয়।	গ) রাজাপুর এলএসডি'র দুর্গন্ধযুক্ত চালের বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরিশাল
		ঘ) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী'র প্রতিবেদনে নাটোরের সিংড়া ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল খাদ্য গুদামের চালের মান নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়।	ঘ) নাটোর জেলার সিংড়া ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল খাদ্য গুদামের চালের মানের বিষয়ে সুস্পষ্ট তথ্য আগামী সভায় জানাতে হবে।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
		ঙ) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খুলনা'র এপ্রিল ও মে/১৯ মাসের পরিদর্শনকৃত স্থাপনাসমূহে টোকেন মানি অপরিশোধিত দেখা যায়। খুলনা বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকল স্থাপনায় বকেয়া টোকেন মানি পরিশোধের ব্যবস্থা নিতে হবে।	ঙ) খুলনা বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকল স্থাপনায় বকেয়া টোকেন মানি দ্রুত পরিশোধের ব্যবস্থা নিতে হবে। চ) পরিদর্শন নীতিমালার আলোকে কার্যকরী পরিদর্শন নিশ্চিত করতে হবে ও প্রতিবেদনে সুনির্দিষ্ট তথ্য উল্লেখ করতে হবে।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খুলনা পরিচালক(সকল)/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)
২।	মামলা ও আইনগত কার্যক্রম	ক) বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার দপ্তরের সাথে সমন্বয় রেখে মামলা সংক্রান্ত ডাটাবেজ আপডেট করার বিষয়ে আলোচনা হয়। মহাপরিচালক মহোদয় কনটেম্পট মামলা ও বাস্তবায়ন মামলার পৃথক ডাটাবেস প্রস্তুতপূর্বক কার্যক্রম গ্রহণ তরান্বিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) মামলা সংক্রান্ত ডাটাবেজ হালনাগাদকরণের কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। এ বিষয়টি বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার দপ্তর হতে নিয়মিত মনিটরিংপূর্বক নিশ্চিত করতে হবে।	পরিচালক(সকল)/ বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা/ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)/ সিস্টেম এনালিস্ট।
		খ) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খুলনা জানান যে, সরকারি কৌসুলীগণের সহযোগিতার অভাবে মামলার মেরিট থাকা সত্ত্বেও সরকারি মামলাগুলো প্রায়ই হেরে যায় । তাই মামলার গুরুত্ব বিবেচনায় এনে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ দেয়া যায় কি না সে বিষয়ে আলোচনা হয় । এছাড়াও কনটেম্পট মামলাগুলোর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয় ।	খ) i) প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার সাথে আলোচনা করে ব্যবস্থা নিতে হবে । ii) কনটেম্পট মামলাগুলোর দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে এবং প্রয়োজনে পৃথক আইনজীবি নিয়োগ করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
		গ) সরকারি মামলাগুলোতে জবাব সঠিকভাবে যথাসময়ে আদালতে উপস্থাপন হচ্ছে না তা নিয়ে আলোচনা করা হয়।	গ) সকল মামলার জবাব যথাসময়ে বিজ্ঞ আদালতে কৌসুলির মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে ।	
৩।	চলতি গম সংগ্রহ ২০১৯ এর সংগ্রহ কার্যক্রম	ক) গত ০১/০৪/২০১৯ খ্রি: তারিখ থেকে গম সংগ্রহ ২০১৯ মৌসুম শুরু হয়েছে যা আগামী ৩০/০৬/২০১৯ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত চলবে। গম সংগ্রহ ২০১৯ মৌসুমে ৫০,০০০ মে:টন গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে গত ১৬/০৬/২০১৯ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ২২,০৩১ মে:টন গম ক্রয় করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২৭,৯৬৯ মে:টন গম প্রকৃত কৃষকদের নিকট থেকে বিনির্দেশসম্মত ভাবে সংগ্রহের সময়সীমার মধ্যে ক্রয় করার জন্য সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	ক) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৫০,০০০ মে:টন গম সংগ্রহ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	পরিচালক, সংগ্রহ বিভাগ/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ।
	চলতি বোরো সংগ্রহ ২০১৯ এর সংগ্রহ কার্যক্রম	ক) চলতি বোরো সংগ্রহ ২০১৯ মৌসুম গত ২৫শে এপ্রিল/২০১৯ থেকে শুরু হয়েছে যা আগামী ৩১/০৮/২০১৯ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত চলবে। বোরো সংগ্রহ ২০১৯ মৌসুমে ধান-৪.০০ লাখ মে:টন, সিদ্ধ চাল - ১০.০০ লাখ মে:টন ও আতপ চাল ১.৫০ লাখ মে:টন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৬/০৬/২০১৯ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ৪০,০০০ মে:টন ধান; ৩,৮৯,৯৯৮ মে:টন সিদ্ধ চাল ও ৩৩,৬১৩ মে:টন আতপ চাল সংগৃহীত হয়েছে। সভায় ধান সংগ্রহের গতি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। মহাপরিচালক মহোদয় বলেন, চাল সংগ্রহের তুলনায় ধান সংগ্রহের হার ও গতি কম। মূলতঃ সরাসরি প্রান্তিক কৃষকের নিকট হতে ধান সংগ্রহ করা ও ন্যায্য মূল্য প্রদানের জন্য সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। যাতে ধানের মূল্য বৃদ্ধির উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। ধান সংগ্রহের গতি বৃদ্ধি করার জন্য সভায় উপস্থিত সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকদেরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	ক) চলতি বোরো সংগ্রহ ২০১৯ মৌসুমে সরাসরি প্রকৃত কৃষকদের নিকট থেকে ধান সংগ্রহ করতে হবে। লক্ষ্যমাত্রার সম্পূর্ণ ধান ক্রয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক, সংগ্রহ বিভাগ/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ।

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
		খ) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম ও সিলেট সভাকে জানান যে, চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চল আতপ ভোক্তা অঞ্চল; সিদ্ধ চাল ছাঁটাই করার সুযোগ কম। বিধায় ঐ অঞ্চলে ধান ছাঁটাই করার সময় আতপ করার বিষয়ে প্রস্তাব করেন। মহাপরিচালক মহোদয় ও পরিচালক, সংগ্রহ বিভাগ বলেন, ভোক্তাদের আতপ খাওয়ার প্রবণতা বা চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে আতপ চাল তৈরী করা সমীচীন হবে। যাতে সংগৃহীত অঞ্চলেই তা বিতরণ নিশ্চিত করা যায়।	খ) আতপ ভোক্তা অঞ্চল অর্থাৎ চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে সংগৃহীত ধান ছাঁটাই করে আতপ চাল করা যাবে। তবে উক্ত ছাঁটাইকৃত আতপ চাল স্ব স্ব অঞ্চলে আবশ্যিকভাবে বিলি-বিতরণের মাধ্যমে নিঃশেষ করতে হবে।	
		গ) মহাপরিচালক মহোদয় বলেন, বিভাজনকৃত লক্ষ্যমাত্রা/বরাদ্দ অনুযায়ী ধান/চাল/গম ক্রয় নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন ছাড় দেওয়া হবে না। কোন প্রকার সমস্যা হলে স্থানীয় সংগ্রহ কমিটির সাথে সমন্বয় করে তা সমাধান করতে হবে।	গ) i) লক্ষ্যমাত্রার আলোকে নীতিমালা অনুযায়ী সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে; ii) সংগ্রহ কাজে অবহেলাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
		ঘ) মহাপরিচালক মহোদয় ধান/চাল/গমের বস্তায় বোঙ্গা ব্যবহারের ব্যাপারে আলোচনা করেন। তিনি সকল স্থাপনায় এক ও অভিন্ন আদর্শ মাপের বোঙ্গা ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করেন।	ঘ) সকল স্থাপনায় আদর্শ মাপের একই ধরণের বোঙ্গা ব্যাবহার করতে হবে।	
		ঙ) মহাপরিচালক মহোদয় সংগৃহীত খাদ্যশস্যের বস্তার গায়ে খাদ্য অধিদপ্তরের স্টেনসীল প্রদানের জন্য নির্দেশ দেন। বস্তার গায়ে সীল থাকলে বস্তা পরিবর্তনের সুযোগ থাকবে না। নতুন বস্তার স্থলে পুরাতন বস্তার সরবরাহ করার সুযোগ থাকবে না।	ঙ) প্রতিটি সংগৃহীত খাদ্যশস্যের বস্তার গায়ে স্টেনসীল প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।	
		চ) কোনভাবেই নিম্নমানের বা বিনির্দেশ বহির্ভূত চাল বিতরণ করা যাবে না। প্রয়োজনে ঝাড়া-বাছা করে বিতরণ করতে হবে। কোথাও বিনির্দেশ বহির্ভূত চাল বিতরণের খবর পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট জেলা/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক ত্বড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	চ) কোনভাবেই বিনির্দেশ বহির্ভূত বা নিম্নমানের চাল বিতরণ করা যাবে না। নিম্ন মানের চাল বিতরণের সাথে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
		ছ) পরিদর্শনকালে গুদামে রেকর্ডের অতিরিক্ত খাদ্যশস্য/মালামাল থাকলে বিধি মোতাবেক তা রেকর্ডভূক্ত করা হবে।	ছ) গুদামে রেকর্ড বহির্ভূত খাদ্যশস্য থাকলে বিধি মোতাবেক তা রেকর্ডভূক্ত করতে হবে এবং সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক/বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
		জ) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী সভায় বস্তা সংকটের কথা জানান। সংগ্রহ বিভাগকে জরুরীভাবে বস্তা সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হয়। মহাপরিচালক মহোদয় মানসম্মত বস্তা ক্রয়ের নির্দেশনা দেন ও বিজেএমসি'র সাথে আলোচনা করে অগ্রিম বস্তা ক্রয়ের ব্যবস্থা নিতে পরিচালক, সংগ্রহকে নির্দেশ দেন।	জ) i) মাঠ পর্যায়ের চাহিদা অনুযায়ী বস্তা সরবরাহের ব্যবস্থা নিতে হবে। ii) বস্তার মান সম্পর্কে সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত কমিটির মতামতের আলোকে মানসম্মত ও টেকসই বস্তা ক্রয় করতে হবে। iii) বিজেএমসি এর সাথে আলাপ করে অগ্রিম বস্তা ক্রয়ের ব্যবস্থা নিতে হবে।	

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
৪।	খাদ্যশস্য চলাচল	ক) বোরো/১৯ সংগ্রহ সফল করার লক্ষ্যে সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর হতে খাদ্যশস্য চলাচল পরিকল্পনা প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর হতে খাদ্যশস্যের চলাচল পরিকল্পনা পাওয়া গেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের প্রস্তাব অনুযায়ী চলাচল সূচির পূবানুমোদন প্রদান করা হচ্ছে। বোরো/১৯ সংগ্রহের স্বার্থে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়মিতভাবে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের প্রস্তাব অনুযায়ী খাদ্যশস্যের চলাচল সূচি জারি অব্যাহত রয়েছে।	ক) বোরো/১৯ সংগ্রহ সফল করার স্বার্থে বিভাগীয়/ কেন্দ্রীয়ভাবে চলাচল সূচি জারি অব্যাহত রাখতে হবে।	পরিচালক, চসসা বিভাগ/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক(সকল)/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)।
		খ) বর্তমানে সারাদেশের এলএসডি/সিএসডিতে বোরো/১৮ সিদ্ধ চাল ৫০,৪৮৮ মে.টন, আতপ ৭৮৬৮ মে.টন ও আমন/১৮-১৯ সিদ্ধ চাল ২৬৫ মে.টন পুরাতন চাল মজুত রয়েছে। ভিজিডি ও সরকারি অন্যান্য খাতে বিলি বিতরণপূর্বক উক্ত পুরাতন চাল নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। এজন্য বিভাগীয় ও জেলার অভ্যন্তরে ওয়ারেন্টি অনুসরণপূর্বক আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ কর্তৃক চলাচল সূচি জারির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	খ) জুন/২০১৯ এর মধ্যে পুরাতন চাল জরুরিভিত্তিতে বিলি বিতরণপূর্বক নিষ্পত্তি করতে হবে।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক(সকল)/ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)।
		গ) পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ জানান যে, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ হতে খাদ্যশস্য বাঘাবাড়ী ঘাটের মাধ্যমে নৌপথে সিদ্ধ চাল খাদ্য অধিদপ্তরের চলাচল সূচির মাধ্যমে বরিশাল বিভাগে প্রেরণ করা হয়। আবার আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী/রংপুর বাঘাবাড়ী ঘাটের মাধ্যমে মুলাডুলি/সান্তাহার সিএসডিতে তাঁর বিভাগ হতে চলাচল সূচি জারি করে থাকেন। এছাড়া রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ হতে তেঁজগাও সিএসডিতে খাদ্য অধিদপ্তর হতে চলাচল সূচি জারি করা হয়। আবার আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা বৃহত্তর ময়মনসিংহ হতে তেজগাও সিএসডিতে চলাচল সূচি জারি করেন। সিএসডিসমূহ কেন্দ্রীয়ভাবে খাদ্য মজুত ও সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয় বিধায় আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ কর্তৃক চলাচল সূচি জারীর ফলে পরিকল্পনা অনুযায়ী সমন্বিতভাবে খাদ্যশস্য সরানো/প্রেরণ বাধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে।	গ) খাদ্য অধিদপ্তরের পূর্বানুমোদন ব্যতিত আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকবৃন্দ সিএসডিতে এবং বাঘাবাড়ী ঘাটের এলএসডিতে খাদ্যশস্যের চলাচল সূচি জারি করতে পারবেন না।	পরিচালক, চসসা বিভাগ/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা/ রাজশাহী/রংপুর।
		ঘ) পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ সভায় আরো জানান যে, রেলপথে খাদ্যশস্য প্রেরণ সাশ্রয়ী বিধায় সারাদেশের জরাজীর্ণ রেল সাইডিংসমূহ সংস্কার করা প্রয়োজন। কাজটি চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ হতে সমন্বয় করা হলে সংস্কার কাজ তরান্বিত হবে।	ঘ) রেলওয়ে সাইডিং মেরামত ও সংস্কার কাজ এখন থেকে চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ হতে সমন্বয় করতে হবে।	পরিচালক, চসসা ও পউকা বিভাগ/ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক(সকল)

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
		ঙ) i) সান্তাহার ওয়্যার হাউজ উন্নয়নের জন্য কমিটির রিপোর্ট পাওয়া গেছে। কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের ১৭/৬/২০১৯ তারিখের ৮৫ নং স্মারকে পরিপত্র জারি করা হয়েছে। ওয়্যার হাউজের ধারণ ক্ষমতা ২৫ হাজার মে.টন হলেও কার্যকরী ধারণ ক্ষমতা বিবেচনায় অন্ততঃ ১৫ হাজার মে.টন খাদ্যশস্য মজুত করার; অভ্যন্তারীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালার আওতায় শুধুমাত্র চুক্তিবদ্ধ অটোমেটিক রাইস মিলে প্রস্তুতকৃত রপ্তানিযোগ্য সর্বোত্তম মানের খাদ্যশস্য মজুত করার এবং জাইকা কর্তৃক সরবরাহকৃত সর্বশেষ নির্দেশিকা ও কমিটির মতামতের আলোকে ওয়্যার হাউজের চাল মজুত এবং বিলি-বিতরণে চালের ওজন গুণগত মানসহ মজুত খাদ্যশস্য সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণে কোন ত্রুটি বা সমস্যা দেখা দিলে প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও জাইকা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে সমস্যা সমাধানের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ওয়্যার হাইজের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জাইকা'র নির্দেশনা মোতাবেক প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। জনাব মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, সাইলো অধীক্ষক, চট্টগ্রাম এ বিষয়ে জাপান হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন বিধায় তার মাধ্যমে আগামী জুলাই, ১৯ মাসের মধ্যে সান্তাহার সাইলো এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	ঙ) i) সান্তাহার ওয়্যার হাউজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আগামী জুলাই মাসের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। জনাব মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, সাইলো অধীক্ষক, চট্টগ্রাম প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। ii) পরিচালক, প্রশিক্ষণ বিভাগ যথাসময়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তাবয়ন নিশ্চিত করবেন।	পরিচালক, চসসা/প্রশিক্ষণ বিভাগ/সাইলো অধীক্ষক, চট্টগ্রাম ও সান্তাহার সাইলো
৫।	বেসরকারি পর্যায়ে গুদামের সংখ্যা ও ধারণক্ষমতা এবংগুদামে মুজত খাদ্যশস্য পরিবীক্ষণ	ক) সভার আলোচনা মোতাবেক লাইসেন্সের শর্ত অনুযায়ী আমদানিকারক, পাইকারী ও খুচরা খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী এবং চালকল মালিকদের নিকট থেকে নির্ধারিত ছকে পাক্ষিক প্রতিবেদন সংগ্রহ করে এর বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করে একীভূত বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা হয়। খ) বিগত ৩ (তিন) বছরের বেসরকারি মজুতের তথ্য উপস্থাপন করতে বলা হয়। গ) খাদ্যশস্য লাইসেন্সের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লাইসেন্সবিহীন সকল ব্যবসায়ীদের বিধি মোতাবেক লাইসেন্সের আওতাভূক্ত করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	ক) নির্ধারিত ছক মোতাবেক লাইসেন্স ও মজুত সংক্রান্ত পাক্ষিক প্রতিবেদন এর বস্তুনিষ্ঠতা যাচাইপূর্বক নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করে প্রেরণ করতে হবে। খ) বিগত ৩ (তিন) বছরের বেসরকারি মজুতের তথ্য প্রদান করতে হবে। গ) জেলা/উপজেলা পর্যায়ে লাইসেন্সের আওতায় আসার যোগ্য ব্যবসায়ীদের তালিকাসহ প্রতিবেদন অবিলম্বে সববি বিভাগে প্রেরণসহ লাইসেন্স সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক। সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
	ওএমএস কার্যক্রম	ওএমএস কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার বিষয়ে আলোচনা হয়।	সারাদেশে চলমান ওএমএস কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও তদারকি করতে হবে। ওএমএস কার্যক্রমে ডিলারদের পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধির জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়ে অনুরোধ জানিয়ে পুনরায় পত্র প্রেরণ করতে হবে। কোথাও কোন প্রকার গাফিলতি বা অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে দ্রুত বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ/প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি		পরিচালক, সবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ আগামী সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর প্রান্তিকে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় চাল বিক্রয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা করেন। ক) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের যথাসময়ে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি চালু করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। এছাড়া এ কর্মসূচির আওতায় দেশের প্রতিটি জেলার একটি করে উপজেলায় উপকারভোগীদেরকে মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে তথ্য প্রদানের পাইলট কার্যক্রম চালুর নিমিত্ত মোবাইল নম্বরসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদিচাওয়া হয়েছে বলে জানান। তিনি যথাসময়ে তথ্যাদি প্রেরণের জন্য আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণকে অনুরোধ করেন। খ) উপকার ভোগীদেরকে এসএমএস প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য যথাসময়ে প্রেরণ করতে হবে।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
	বাজারদর পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন	আটার বাজার দর নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। মাঠ পর্যায়ে আটার বাজার দর সরেজমিনে যাচাইপূবর্ক বাস্তব বাজার দর উপস্থাপন করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	ক) মাঠ পর্যায়ে আটার বাজার দর সরেজমিনে যাচাইপূর্বক বাস্তব বাজার দর উপস্থাপন করতে হবে। খ) চলমান ওএমএস কার্যক্রমের আওতায় আটা বিক্রয় কার্যক্রম তদারকি জোরদার করতে হবে।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন/প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
	টোকেন মানি পরিশোধ	টোকেন মানি ১ টাকা হারে পরিশোধ করা হচ্ছে। টোকেন মানি ১ টাকার স্থলে যৌক্তিক পর্যায় নির্ধারণ করে অনুমোদনের জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা হয়।	টোকেন মানি ১ টাকার স্থলে যৌক্তিক পর্যায় নির্ধারণ করে অনুমোদনের জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন/প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
৬।	রাজস্ব বাজেটের আওতায় রক্ষণাবেক্ষণ ও নির্মাণ কার্যাদি	ক) পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ বলেন যে, ১৯৭০ সালে ৫টি সাইলো নির্মিত হওয়ার পরে ১৯৯৯/২০০০ সালে চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও সান্তাহার সাইলো আংশিক বিএমআরই করা হয়। কিন্তু বর্তমানে সকল সাইলোর হপার স্কেল, বিভিন্ন ধরণের কনভেয়িং সিস্টেম ও ব্যাগিং হাউজের সংস্কার প্রয়োজন। যে সকল সাইলোতে জেটি বিদ্যমান সেখানে জেটি সমূহেরও সংস্কার আবশ্যক।	ক) সাইলোসমূহের বিএমআরই জরুরী ভিত্তিতে সম্পাদনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া সকল সাইলোর প্রয়োজনীয় সংস্কার/মেরামতের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে।	পরিচালক, পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ/সকল সাইলো অধীক্ষক/ সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
		খ) মোংলা সাইলোর স্পেয়ার পার্টস ক্রয় এবং সকল পার্টসের নামসহ বিনির্দেশ পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগে প্রেরণের জন্য সাইলো সুপার মোংলাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	খ) মোংলা সাইলোর কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে প্রয়োজনীয় স্পেয়ার পার্টসের তালিকা জরুরীভাবে প্রেরণ করতে হবে।	

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
		গ) বিভিন্ন সিএসডি, এলএসডি ও সাইলোতে প্লাস্টিকের ডানেজ সরবরাহের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে ডানেজের চাহিদা বেশি থাকায় বেশি পরিমাণ ডানেজ ক্রয়ের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় জানানো হয় যে, বর্তমানে বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন হতে ৫০০০ পিস ডানেজ ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে প্রাপ্ত ডানেজ বিভিন্ন এলএসডি/ সিএসডিতে বিতরণ করা হয়েছে।	গ) গুদামে রক্ষিত খাদ্যশস্যের গুনাগুন স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে ভবিষ্যতে চাহিদা অনুযায়ী ডানেজ ক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	
		ঘ) চট্টগ্রাম সাইলোর জেটি মেরামতের বিষয়ে বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রামের সাথে সাইলো অধীক্ষককে যোগাযোগ করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	ঘ) চট্টগ্রাম সাইলোর জেটি মেরামতের বিষয়ে সাইলো অধীক্ষককে বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রামের সাথে যোগাযোগপূর্বক অগ্রগতির প্রতিবেদন খাদ্য অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।	
৭।	প্রকল্প	২০১৯-২০ অর্থ বছরে সারাদেশে মেরামত, সংস্কার ও নির্মাণ কাজের বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে চাহিত তথ্যাদি দ্রুত প্রেরণের জন্য পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ হতে তাগিদ পত্র প্রদানের জন্য মহাপরিচালক নির্দেশনা প্রদান করেন।	২০১৯-২০ অর্থ বছরে সারাদেশে মেরামত, সংস্কার ও নির্মাণ কাজের বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে চাহিত তথ্যাদি দ্রুত প্রেরণের জন্য পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ হতে তাগিত পত্র দিতে হবে।	পরিচালক, পরিদর্শন, উন্নয়ণ ও কারিগরী সেবা বিভাগ/প্রকল্প পরিচালক
		১.০৫ লক্ষ মে.টন প্রকল্পের আওতায় হস্তান্তরযোগ্য ২০টি গুদাম বুঝে নেওয়ার বিষয়ে মহাপরিচালক মহোদয় গুরুত্ব আরোপ করেন।	১.০৫ লক্ষ মে.টন প্রকল্পের আওতায় হস্তান্তরযোগ্য ২০টি গুদাম বিধি মোতাবেক বুঝে নিতে হবে।	
৮।	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা	ক) অতিরিক্ত পরিচালক, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সভায় জানান যে, Audit Managment Software এর ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের নিমিত্তে প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকা ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রশিক্ষণে সফটওয়ার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করা হবে।	ক) দ্রুত অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ারের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সফটওয়ার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে।	পরিচালক, প্রশিক্ষণ বিভাগ ও সিষ্টেম এনালিষ্ট
		খ) প্রতিমাসে উত্থাপিত নতুন আপত্তি প্রতি মাসেই সফটওয়ারে আপলোডকরণ অব্যাহত আছে। মে/১৯ মাসে ৮৩ টি আপত্তি আপলোড করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ১৬৪০টি আপত্তি আপলোড করা হয়েছে।	খ) উদ্ভুত নতুন আপত্তিসমূহ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক আপলোড অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত পরিচালক, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ
		গ) এপ্রিল/১৯ মাসে খুলনা ও বরিশাল এবং মে/১৯ মাসে ঢাকা বিভাগীয় নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। চলতি মসে খুলনা ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক সভা অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রস্তুতি চলছে।	গ) অবিলম্বে চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগসহ অন্যান্য সকল বিভাগে নিরীক্ষা কমিটির সভা করতে হবে।	পরিচালক(সকল), আখানি (সকল), অতিরিক্ত পরিচালক, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ
		ঘ) মে/১৯ মাসে ঢাকা বিভাগ হতে ২টি, চট্টগ্রাম বিভাগ হতে ৩টি, রাজশাহী বিভাগ হতে ৮টি, বরিশাল বিভাগ হতে ৪টি ও রংপুর বিভাগ হতে ১৩ টি মোট ৩০টি বিএসআর পাওয়া গেছে। খুলনা ও সিলেট বিভাগ হতে কোন বিএসআর পাওয়া যায় নি। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পন্নের পর যে সকল স্থাপনার বিএসআর পাওয়া যায়নি সে গুলোর জবাব প্রেরণের জন্য তাগিদ প্রদান অব্যাহত রয়েছে। মে/১৯ মাসে ৬৭৬টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। বর্তমানে ৪১২৯৩টি আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে।	ঘ) i) অনিষ্পন্ন আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রতি বিভাগ হতে কমপক্ষে ১০টি ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করতে হবে। ii) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পন্নকৃত যে সকল স্থাপনার বিএসআর জবাব এখনও প্রেরণ করা হয়নি তা আগামী ১(এক) মাসের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। iii) আপত্তি নিষ্পত্তি ও ব্রডসিট জবাব প্রাপ্তির সংখ্যা প্রতি সভায় অবহিত করতে হবে।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল), অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
৯।	বাণিজ্যিক অডিট	ক) সাধারণ আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয় সভা আরও নিয়মিত আয়োজনের জন্য বাণিজ্যিক নিরীক্ষা অধিদপ্তরে নিয়মিত কার্যপত্র প্রেরণ করতে হবে।	ক) প্রতি মাসে অন্তত দু'টি দ্বি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের লক্ষ্যে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরে কার্যপত্র প্রেরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সকল পরিচালক ও সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
		খ) অতিরিক্ত পরিচালক, এমআইএসএন্ডএম বিভাগ সভায় জানান যে, মাঠ পর্যায়ে খাদ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন বিভাগ হতে আশানুরূপ ব্রডশীট জবাব পাওয়া যাচ্ছে না। বিশেষত: খসড়া ও সংকলন অনুচ্ছেদের জবাব পাওয়াই যায় না।	খ) i) কোন ভাবেই যেন যথাযথ জবাব প্রেরণ না করার প্রেক্ষিতে আপত্তিসমূহ পরবর্তী ধাপে উন্নীত না হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সচেতন থাকতে হবে। ii) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর ও খুলনা প্রতি মাসে কমপক্ষে ২০টি অগ্রিম/ খসড়া/সংকলন ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করবেন। iii) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরিশাল ও সিলেট প্রতি মাসে কমপক্ষে ১০টি ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করবেন।	সকল পরিচালক ও সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
১০।	বিবিধঃ			
১০.১)	বদলি ও সংযুক্তি প্রদান	ক) সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান থাকায় এ মূহুর্তে সাধারণভাবে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বদলি করা সমীচীন হবে না। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কারণে/প্রয়োজনে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বদলি/সংযুক্তি প্রদান করতে হলে মহাপরিচালক এর পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) মহাপরিচালক সভায় উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বলেন যে, মহাপরিচালক এর দপ্তর হতে জারীকৃত সরকারের সকল আদেশ/নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করতে হবে।	ক) বিশেষ ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কারণে/প্রয়োজনে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বদলি/সংযুক্তি প্রদান করতে হলে মহাপরিচালক মহোদয়ের পরামর্শ গ্রহণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) মহাপরিচালক দপ্তর হতে জারীকৃত সকল আদেশ/নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করতে হবে।	সকল পরিচালক/ অতিরিক্ত পরিচালক/ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সাইলো অধীক্ষক
১০.২)	শুদ্ধাচার	২০১৯-২০ অর্থ বছরে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সে অনুযায়ী কোয়ার্টারভিত্তিক অগ্রগতি/বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রেরণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	i) ২০১৯-২০ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ করতে হবে। ii) কর্মপরিকল্পনার আলোকে কোয়ার্টারভিত্তিক প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	সকল পরিচালক/ অতিরিক্ত পরিচালক/ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সাইলো অধীক্ষক
১০.৩)	PIMS Software	খাদ্য অধিদপ্তরসহ মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন স্থাপনায় নিয়মিতভাবে PIMS Software হালনাগাদ কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনা হয়। খাদ্য অধিদপ্তরে কর্মরত সকল জনবলের তথ্যাদি Personal Information Management System (PIMS) সফটওয়্যারে এন্ট্রিপূর্বক হালনাগাদ করার জন্য খাদ্য অধিদপ্তরের কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিটের ০৩/৪/২০১৯ তারিখের ৮০ নং স্মারকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক জানান যে, PIMS তথ্য হালনাগাদ করা হচ্ছে।	খাদ্য অধিদপ্তরসহ মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন স্থাপনায় PIMS Software চাহিদা অনুসারে দ্রুত হালনাগাদ করতে হবে।	সকল পরিচালক/ অতিরিক্ত পরিচালক/ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সাইলো অধীক্ষক
১০.৪)	ই-নথি কার্যক্রম-	মাঠ পর্যায়ে ই-নথি কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনা হয়। ই-নথি কার্যক্রম বৃদ্ধি করার জন্য জোর দেয়া হয়। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম এখানো ইউজার আইডি পায়নি বলে জানান। জেলা কার্যালয়সমূহ ই-নথি চালু করে তালিকা প্রেরনের বিষয়ে আলোচনা হয়। ই-ফাইলিং কার্যক্রমে বড় ক্যাটাগরির ১৫টি অধিদপ্তরের মধ্যে মে/১৯ মাসে খাদ্য অধিদপ্তর ৪র্থ অবস্থানে রয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের জুন/১৯ মাসের মাসিক সমন্বয় সভায় ই-নথির পরিধি বাড়ানোর জন্য বলা হয়।	i) মাঠ পর্যায়ে আখানি, জেখানি, সাইলো, সিসিডিআর পর্যায়ে আবশ্যিকভাবে ই-নথি বাস্তবায়ন করতে হবে। ii) যে সকল জেলা ই-নথিতে কার্যক্রম শুরু করেছেন তাদের তালিকা প্রেরণ করতে হবে এবং iii) যে সকল জেলা এখন পর্যন্ত ই-নথিতে কার্যক্রম শুরু করেননি দ্রুততম সময়ের মধ্যে ই-নথির কার্যক্রম চালু করতে হবে।	সকল আঞ্চলিক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সিস্টেম এনালিস্ট।

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
১০.৫)	আখানি, জেখানি ও উখানি দপ্তরে ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদকরণ ও খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ	মাঠ পর্যায়ের ওয়েব সাইটসমূহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে নিয়মিত হালনাগাদ করতে বলা হয়। মাসিক সমন্বয় সভার নোটিশ, কার্যবিবরণী, সংগ্রহ, মিলার তালিকা, ও খাদ্যবান্ধব ভোক্তাদের তালিকাসহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি নিয়মিত স্ব স্ব কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটেও হালনাগাদকরণ রাখার বিষয়ে আলোচনা হয়।	মাঠ পর্যায়ের ওয়েব সাইটসমূহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে। মাসিক সমন্বয় সভার নোটিশ, কার্যবিবরণী, সংগ্রহ, মিলার তালিকা, ও খাদ্যবান্ধব ভোক্তাদের তালিকাসহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি নিয়মিত স্ব স্ব কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে। খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটও নিয়মিত হালনাগাদ রাখতে হবে।	সকল আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক। সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০.৬)	ই-জিপি ক্রয় কার্যক্রম	ই-জিপি মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। সকল আখানি ও সাইলো কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মকর্তা কর্মচারীদের ই-জিপিতে ক্রয় কার্যক্রম বিষয়ে ১০-১২ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে সকল সরকারি ক্রয় ই-জিপিতে প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্তে (প্রতি জেলা হতে ০২ জন করে এবং খাদ্য অধিদপ্তর হতে ০৪ জন সর্বমোট ১৩২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য তালিকা পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের (সিপিটিইউ) এ প্রেরণ করা হয়েছে।	আগামী অর্থবছর হতে ই-জিপিতে ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নসহ ই-জিপির মাধ্যমে আবশ্যিকভাবে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
১০.৭)	ইন্টারনেট এর গতি বৃদ্ধি সম্পর্কে	খাদ্য ভবনে ইন্টারনেট স্পীড নিয়ে আলোচনা হয়। পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ ইন্টারনেট এর বর্তমান স্পীড নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাছাড়া তিনি খাদ্য ভবনের সকল বিভাগ/তলায় Unified wi-fi user ID ও Password চালুর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। সিস্টেম এনালিস্ট জানান যে, খাদ্য ভবনের সব বিভাগ/তলায় Unified wi-fi user ID ও Password চালু করা হয়েছে।	i) খাদ্য ভবনে BTCL হতে সরবরাহকৃত ইন্টারনেটের speed এর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। ii) খাদ্য ভবনের সকল বিভাগ/তলার Unified wi-fi user ID ও Password সিস্টেম এনালিস্ট পত্রের মাধ্যমে সকলকে অবহিত করবেন।	সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০.৮)	সিটিজেন চার্টার	খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগ হতে প্রেরিত পত্রের আলোকে সিটিজেন চার্টারের তথ্যাদি অবিলম্বে প্রেরণের জন্য বলা হয়। পাশাপাশি সকল স্থাপনায় সিটিজেন চার্টার টাঙ্গাতে হবে ও সে অনুযায়ী সেবা নিশ্চিত করতে বলা হয়। সকলের সিটিজেন চার্টারের তথ্য স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোড করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। খাদ্য অধিদপ্তরের সিস্টেম এনালিস্টকে সিটিজেন চার্টার বিষয়ে নিয়মিত পরীবিক্ষণ করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	i) খাদ্য অধিদপ্তরাধীন সকল স্থাপনায় সিটিজেন চার্টার টাঙ্গাতে হবে; ii) সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবা নিশ্চিত করতে হবে; iii) সিটিজেন চার্টারের তথ্যাদি স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে; iv) খাদ্য অধিদপ্তরের সিস্টেম এনালিস্ট সিটিজেন চার্টারের বিষয়ে নিয়মিত পরীবিক্ষণ করবেন।	খাদ্য ভবনের সকল বিভাগ ও অনুবিভাগ/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

আর কোন আলোচনা না থাকায় মহাপরিচালক, সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০৪/০৭/১৯

(ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম)
মহাপরিচালক
ফোন- ৯৫৮৪৮৩৪
dg@dgfood.gov.bd

স্মারক নং ১৩.০১.০০০০.০৩১.০৬.০০৪.১৯(অংশ-১). ১১২৮(৩৫)

তারিখঃ ৪ /৭/২০১৯ খ্রি.।

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে।

১। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। অতিঃ মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। প্রকল্প পরিচালক, সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুসাঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প/ ১.০৫ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতার নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্প, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। পরিচালক, প্রশাসন/সবরি/চসসা/পউকা/সংগ্রহ/প্রশিক্ষণ/হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। প্রধান মিলার, পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিল, পোস্তগোলা, ঢাকা।
৮। অতিঃ পরিচালক, প্রশাসন/অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা/এমআইএসএন্ড এম বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৯। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর।
১০। সাইলো অধীক্ষক, চট্টগ্রাম/নারায়ণগঞ্জ/সান্তাহার/আশুগঞ্জ/মোংলা সাইলো/ষ্টীল সাইলো, খুলনা।
১১। প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা।
১২। সিস্টেম এনালিস্ট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
১৩। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৪। অফিস কপি।
১৫। মাস্টার কপি।

৪/৭/১৯

(মোঃ আফিফ-আল-মাহমুদ ভূঁঞা)
সহকারি খাদ্য নিয়ন্ত্রক
সংযুক্তিতে তদন্ত ও মামলা শাখা
ও
বিকল্প কর্মকর্তা
উপ-পরিচালক (সংস্থাপন)
ফোন-৯৫৫২৮৫৭
dd.est@dgfood.gov.bd